দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...JUL. 3 1.2000 ..
পৃঃ ১ কলাম ২

55

আহমদপুরে ২টি কলেজে ছাত্র ভর্তি লইয়া গোলযোগ

নাটোর সংবাদদাতা ।। বড়াই গ্রাম উপজেলার আহমদপুরে পাশাপাশি দুইটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, একাডেমিক স্বীকৃতি, এমপিওভুক্ত-

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

আহমদপুরে

(৩য় পৃঃ পর)

করণ, জমির দখল ও বৈধতার প্রশ্নে বিরোধের কারণে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, আহমদপুরে একটি কলেজ স্থাপনের জন্য স্থানীয় কতিপয় উৎসাহী ব্যক্তি ১৯৯৩ সালে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহার পর জমি রেজিষ্ট্রি ও অন্যান্য কাজ শুরু হয়। কলেজের নাম হয় আহমদপুর কলেজ। কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নিয়োগ, জমি প্রদান, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রভৃতি লইয়া পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এক পর্যায়ে একই নামে আর একটি কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। স্থানীয়ভাবে একটি বিএনপি ও অপরটি আওয়ামী লীগের কলেজ নামে পরিচিত লাভ করে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা অধিদপ্তরের এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা দুইটি কলেজকেই বিধিবহির্ভূতভাবে একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করে। অতঃপর সামান্য কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী লইয়া কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। চলতি বছর আহমদপুর কলেজ-১ হইতে ৫২ জন ও ২ হইতে ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এইচ, এস,সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে অধ্যয়ন করিতেছে যথাক্রমে ৬৬ ও ৮৯ জন ছাত্র-ছাত্রী। এই সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী লইয়া নীতিমালা অনুযায়ী কলেজ চলিতে পারে না। এদিকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি লইয়া একাধিকবার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে এবং আদালতে মামলা রুজু হইয়াছে। গত ৪ঠা জুন রাতে কতিপয় ব্যক্তি আহমদপুর কলেজ-১-এ গিয়া নির্মাণাধীন ভবন ও আসবাবপত্র ভাংচুর করেন এব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ আয়ুব আলী বড়াইগ্রাম থানায় একটি এজাহার করেন। কিন্তু মামলা রেকর্ড হয় নাই। বর্তমানে ১ নম্বর কলেজে ২১ জন ও ২ নম্বর কলেজে ২৬ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। ২ নম্বর কলেজ ১৯৯৯ সালে এমপিওভুক্ত হয়। কলেজটি সরকারী আর্থিক সুবিধা লাভ করিতেছে।

স্থানীয় কয়েকজন অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানা যায়, আহমদপুরে একটি কলেজ চলিতে পারে। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দুইটি কলেজের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া একটি কলেজ পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে পারেন।